দৈনিক ইনকিলাব

10 2 JAN 2015

বেতন বৈষম্যের শিকার বেসরকারি শিক্ষক

আলী এরশাদ হোসেন আজাদ

সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, কক্সবাজার ও সাভার এলাকার জন্য মূলবেতনের ৪৫ শতাংশ হারে কমপক্ষে ২৩ হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৩৬ হাজার টাকা। জেলা শহরের জন্য মূলবেতনের ৪০ শতাংশ হারে কমপক্ষে ২১ হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৩২ হাজার টাকা। অন্যান্য স্থানের জন্য মূলবেতনের ৩৫ শতাংশ হারে কমপক্ষে ১৯ হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ২৮ হাজার টাকা। মূলবেতনের ২৫ হাজার টাকা থেকে ৪৪ হাজার ৯৯৯ টাকা পর্যন্ত ঢাকা মেট্রোপলটিন এলাকার জন্য ৬০ শতাংশ হারে কমপক্ষে ২০ হাজার টাকা। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, কক্সবাজার ও সাভার এলাকার মূলবেতনের ৫০ শতাংশ হারে কমপক্ষে ১৬ হাজার টাকা। জেলা শহরের জন্য মূলবেতনের ৪৫ শতাংশ হারে কমপক্ষে ১৩ হাজার টাকা। অন্যান্য স্থানের জন্য মূলবেতনের ৪০ শতাংশ হারে কমপক্ষে ১১ হাজার ৫০০ টাকা। ১৩ হাজার টাকা থেকে ২৪ হাজার ৯৯৯ পর্যন্ত ঢাকা মেট্রোপলটিন এলাকার জন্য মূলবেতনের ৬৫ শতাংশ হারে কমপক্ষে ১০ হাজার টাকা। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, কক্সবাজার ও সাভার এলাকার মূলবেতনের ৫৫ শতাংশ হারে কমপক্ষে ৮ হাজার ৫০০ টাকা। জেলা শহরের জন্য মূলবেতনের ৫০ শতাংশ হারে কমপক্ষে ৮ হাজার টাকা। অন্যান্য স্থানের জন্য মূলবেতনের ৪৫ শতাংশ হারে কমপক্ষে ৭ হাজার ২০০ টাকা। ১২ হাজার ৯৯৯ পর্যন্ত ঢাকা মেট্রোপলটিন এলাকার জন্য মূলবেতনের ৭০ শতাংশ হারে কমপক্ষে ৬ হাজার ৫০০ টাকা। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, কক্সবাজার ও সাভার এলাকার মূলবেতনের ৬৫ শতাংশ হারে কমপক্ষে ৬ হাজার। জেলা শহরের জন্য মূলবেতনের ৬০ শতাংশ হারে কমপক্ষে ৫ হাজার ৫০০ টাকা। অন্যান্য স্থানের জন্য মূলবেতনের ৫৫ শতাংশ হারে কমপক্ষে ৫ হাজার। অথচ এসব সুবিধার কিছুই বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীগণ পান না বা পাবেনও না। অথচ, বাড়িওয়ালাসহ সবাই অপক্ষোয় আছেন, কখন আসবে বতেনবৃদ্ধরি ঘোষণা। কিন্তু বর্তমানে বেসরকারি শক্ষিক-কর্মচারীরা পান ৫০০ টাকা বাড়িভাড়া !

সরকারিদের চিকিৎসা ভাতা মাসে কমপক্ষে ১ হাজার ৫০ টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। অবসরভোগীদের ক্ষেত্রে ৬৫ বছরের কম বয়স্কদের জন্য মাসিক ভাতা ১ হাজার ৫০০ টাকা। ৬৫ বছরের বেশি বয়স্কদের জন্য ২ হাজার ৫০০ টাকা। এর পাশাপাশি সরকার প্রদত্ত ৪০০ টাকা স্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনা বীমা এবং জীবন বীমাসহ সরকারি চাকুরিজীবীর জন্য বীমা স্কিম চালু করা। কিন্তু বর্তমানে বেসরকারি শক্ষিক-কর্মচারীরা পান ৩০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা! এছাড়াও সরকারি চাকুরিজীবীদের জন্য যাতায়াত ভাতা, গাড়ির সুবিধা, শিক্ষা সহায়ক ভাতা, টিফনি ভাতা, শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা, ধোলাই ভাতা, কার্যভার ভাতা, গৃহকর্মী ভাতা, পোশাক পরিচ্ছদ সুবিধা, পাহাড়ি ও দুর্গম ভাতা, আপ্যায়ন ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, সমৃদ্ধ সোপান ব্যাংক স্থাপনসহ অসংখ্য সুবিধাদির কথা বলা হয়েছে। অথচ এসব সুবিধার কিছুই বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীগণ পান না বা পাবেনও না।

বিশেষত আবাসন ও গৃহ নির্মাণ ঋণ : সরকারি চাকুরিজীবীদের জন্য ঋণের পরিমাণ গ্রেড অনুযায়ী ১২ লাখ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত গৃহ ঋণ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সুদের হার হবে ৫%। পাশাপাশি জেলা পর্যায়ে খাস জমি চিহ্নিত করে সরকারি চাকুরিজীবীদের আবাসনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করার কথাও বলা হয়েছে। এর পাশাপাশি ঢাকা মহানগরীতে বসবাসরত সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য মৃত্যুর পর দাফনের জন্য বেশ কয়েকটি স্থানে কবরস্থান নির্মাণের সুপারিশ করা হয়েছে। এসব সুবিধাদিতে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্তি মানবিক, নৈতিক কারণে বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং যৌক্তিক। আর এর মাধ্যমেই একটি বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব।

'শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড', মেরুদন্ড যেমন শরীরের পিছনে থাকে আমরা শিক্ষক সমাজও জাতির সবচেয়ে পিছনেই রয়ে গেছি! অথচ শিক্ষকের জীবনমানের উন্নতি ছাড়া শিক্ষার মান-উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই ১৯৬৬ সালের প্যারিস সম্মেলনে ১৩টি অধ্যায় ও ১৪৬টি ধারা-উপধারায় শিক্ষকের মর্যাদা ও অধিকারের সুপারিশ করা হয়। যাতে শিক্ষকের চিকিৎসা-স্বাস্থ্যসেবা, ছুটি, বেতন-ভাতা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে বলা আছে (ক) সম্মানজনক পারিতোষিক নিশ্চিতকরণ, (খ) যুক্তিসংগত জীবনমান বিধান কল্পে সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ, (গ) স্কেল অনুযায়ী নিয়মিত বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা এবং (ঘ) জীবনধারণের ব্যয়বৃদ্ধির সঙ্গে বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাস ও বর্ধিত বেতন প্রাপ্তির নিশ্চয়তা ইত্যাদি। কিন্তু কে শোনাবে মানুষ গড়ার কারিগরদেরকে আশার বাণী? সারাদেশের অবহেলিত শিক্ষক সমাজের প্রত্যাশা-তাদেরকে নতুন বেতনস্কেলের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। কেননা, শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার এবং শিক্ষকের সম্মান সবার ওপরে। কবির ভাষায়, "এক ফোটা পদধুলি নহে পরিমান/ গয়া কাশি বৃন্দাবন তীর্থের সমান" (মৈমনসিংহ গীতিকা; কবি বংশিদাস)।

□ লেখক : বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ, কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজ, গাজীপুর
prof.ershad92@gmail.com